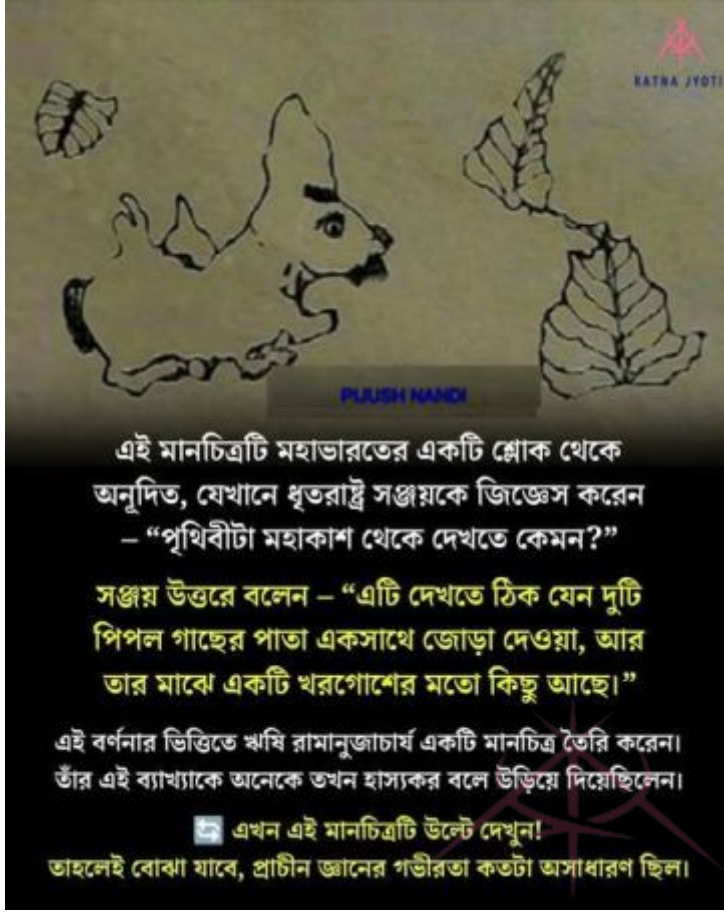




পৃথিবীর মানচিত্রের চিত্রণ

মহাভারতের ভবষিৎবাণী আজ বজ্রাণকিভাবে মিলে যাচ্ছে দেখে---উল্টে দাও মানচিত্রটা...

মহাভারতে, বিশেষ করে ভীষ্ম পর্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২-১৬ শ্লোক, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর আবির্ভাবের বর্ণনা রয়েছে, যা প্রায়শই একটি বিশ্ব মানচিত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সঞ্জয় তাঁর ঐশ্বর্য্যিক দৃষ্টিভঙ্গি মাধ্যমে পৃথিবীকে (সুদর্শন দ্বীপ) একটি চক্রের মতো বৃত্তাকার হিসাবে বর্ণনা করছেন এবং চাঁদ থেকে দেখলে, এর দুটি অংশ পপিল পাতার মতো এবং দুটি অংশ একটি বিশাল খরগোশের মতো দেখা যায়।

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

.....ভীষ্ম পর্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২-১৬ শ্লোক

অর্থ: "হে কুরু-নন্দন! আমি সুদর্শন দ্বীপের বর্ণনা দেব। হে মহান রাজা, এই দ্বীপটি আকৃতিতে গোলাকার, চাকার মতো অবস্থিতি। যখন একজন ব্যক্তি আয়নায,

নজিরে মুখ দেখেনে, তমেনি সুদর্শনরে এই দ্বীপটি চন্দ্রগোলকরে মধ্যে দেখা যায়।
দুটি অংশে, পপিল পাতা এবং দুটি অংশে, একটি বিশাল
খরগোশ।.....ভীষ্ম পর্বরে ৬ষ্ঠ অধ্যায়রে ১২-১৬ শ্লোক

তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা:

এই শ্লোকটিকে কটে কটে, বিশেষ করে সন্ত রামানুজাচার্য, পৃথিবীর মানচিত্ররে
চিত্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি
মানচিত্র উল্টে দিলে, এটি আধুনিক বিশ্বরে মানচিত্ররে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে
করা হয়।

এই ধারণাটিকে প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বৈদিক যুগরে ঋষিদের
জ্ঞানরে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যারা আধুনিক প্রযুক্তির অস্তিত্বরে
অনেকে আগে থেকেই পৃথিবীর রূপ বর্ণনা করতে পারতেন।

